



বীর শহীদ শহিদুল খান

জন্ম তারিখ:	১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮
শাহাদাতের তারিখ:	১০ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা
জেলা:	মাদারীপুর

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : কৃষিকাজ,

শাহাদাতের স্থান : ইসিইউ, পপুলার মেডিকেল কলেজ।

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহিদুল খান ১৯৬৮ সালে ১৭ জানুয়ারি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় পিতা লালু খান ও মাতা চাহেরনের সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় তিনি কৃষক ছিলেন। কৃষিকাজের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এলাকায় বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে একে একে সমস্ত বিরোধী দল ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করতে থাকে। শেখ হাসিনা ও তার অবৈধ সরকার কয়েকটি বড় কেলেংকারী ও গণহত্যার জন্য দায়ী। এসব দুর্নীতি ও হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার শুরু হলে আওয়ামী লীগ ও তার প্রত্যেক সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ ও চাটুকার সমর্থকদের ১০০ বছর কারাদণ্ড প্রদান করলেও তা খুব কম হয়ে যাবে।

২০০৬ সালে জোট সরকারের শেষ মুহুর্তে শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে নির্দেশ দেয় লগি-বৈঠা দিয়ে বিরোধীদের হত্যা করতে। যার প্রেক্ষিতে ২৮ অক্টোবর বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ চলাকালে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে পিটুনিতে তাত্ক্ষণিক ৭ জন এবং বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলাকালে মোট ৪০ জন নিহত হয়।

২০০৮ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় এসেই পরিকল্পনা করে দেশপ্রেমিক সেনাদের হত্যা করার। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার অভ্যন্তরে ভারতীয় ঘাতকদের মাধ্যমে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করে। পরবর্তীতে স্বাক্ষ্যাদাতাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি স্বৈরশাসক ও দুর্নীতিবাজ ভারত সৃষ্ট সরকার শেখ মুজিব ও তার হিংস্র রক্ষীবাহিনীকে নির্মূল করতে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৪ জনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় এবং ১ জনকে শেখ হাসিনা বৃকে পা দিয়ে চেপে ধরে জবাই করেন।

২০১২ সালে সাংবাদিক সাগর-রনি হত্যাকাণ্ড ছিল আলোচিত। যাতে খুনিরা আওয়ামীলীগের তাবেদারী করে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

২০১২ সালে জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লাসহ বিভিন্ন নেতাদের আন্যায়ভাবে ফাঁসি। মিথ্যা বানোয়াট যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগে ভুলে এবং সেসব অভিযোগের কোন যাচাই-বাছাই না করে জামায়াত নেতা, আ কা মোল্লা, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামীদের আটক করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া। এছাড়াও গোলাম আজম, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী, সালাউদ্দিন কাদের প্রমুখ ব্যক্তিদের ফাঁসি প্রদান।

২০১৩ সালে ইসলাম ধর্মের অবমাননার কারণে হেফাজতে ইসলামের সম্মেলনে নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা।

২০১৭ সালে ভারতের সাথে দেশ বিরোধী গোপন চুক্তি।

১৯৯৬ ও ২০১০ সালে দেশের ইতিহাসে বড় দুইটি শেয়ার কেলেংকারীর ঘটনা ঘটে। ১৯৯৬ সালে যখন শেখ হাসিনা প্রথমবারের মত ক্ষমতায় আসে তখন ঐ বছরের শেয়ার বাজারে ঘটে মহা দুর্নীতি। যেখানে ৪০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট করা হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে এই ঘটনা ঘটে। এই কেলেঙ্কারিতে যাদের নাম আলোচনায় আসে এবং যাদের নামে মামলা করা হয় তাদের মধ্য অন্যতম বেঞ্জামিনো গ্রুপের সালমান এফ রহমান ও আসিফ এফ রহমান। এছাড়াও রয়েছে, অলিম্পিক গ্রুপের মোহাম্মদ ভাই ও আজিজ মোহাম্মদ ভাই, টি কে গ্রুপের আবু তৈয়ব, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান পরিচালক রকিবুর রহমান, ডিএসইর সাবেক পরিচালক মুসতাক আহমেদ সাদেক প্রমুখ। এ ছাড়া '৯৬ সালের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন।

স্থায়ীভাবে দেশের বাইরে চলে গেছেন বেশ কয়েকজন। ১৯৯৭ সালের ২ এপ্রিল ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে এ নিয়ে মামলা করা হয়। মামলার পর পরই অভিযুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। নিম্ন আদালতে মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর দিনই শাইনপুকুর হোন্ডিংসের মালিক শেখ হাসিনার বর্তমান উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এবি সিদ্দিকুর রহমান, বেজিকো ফার্মাসিউটিক্যালসের সালমান এফ রহমান, সোহেল এফ রহমান ও ডিএইচ খান উচ্চ আদালত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান। শুধু জামিনই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই গঠন করা যাবে না বলে উচ্চ আদালত থেকে জানানো হয়। উচ্চ আদালতের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে এসইসি, অজানা কারণে সেই আপিলের নিষ্পত্তি আজ পর্যন্ত হয়নি। ৮ ডিসেম্বর ২০১০, বুধবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত সোয়া ঘটনায় শেয়ারবাজার থেকে কত টাকা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল তার পরিসংখ্যানে কেউ বলেছে ১৮ হাজার কোটি টাকা, কেউ বলেছে ২২ হাজার কোটি টাকা। আবার কারো কারো মতে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখের হিসাবের সঙ্গে এর আগের অন্তত ১৫ দিনের হিসাব মিলালে ৮৬ হাজার কোটি টাকা হাওয়া হয়ে যাওয়া বাস্তব ভিত্তি পায়। তবে সে ৮৬ হাজার কোটি টাকা, পরবর্তী সময়ে যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা একা নিতে পারেননি। সে টাকা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছেও গিয়েছে। ফর্মুলাটি ছিল নেই-দেই, নেই-দেই, নেই-

পেশা : কৃষি কাজ

পিতা : লালু খান

মাতা : চাহেরন

স্ত্রী : মাহমুদা বেগম

সন্তানদের তথ্য : ১. সুমন খান- প্রবাসী, ২. আব্বাস খান, প্রবাসী, ৩. হাফিজ খান, বেকার, ৪. লায়লা বেগম, গৃহিনী

স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা : খান বাড়ি, গ্রাম: নতুন চর দৌলত খান, ডাকঘর: চর দৌলত খান, উপজেলা: কালকিনি, মদারিপুর

ঘটনার স্থান : ঢাকা

আক্রমণকারী : পুলিশ

আহত হওয়ার সময় : ৫ আগস্ট, বিকাল ৩ টা (আনুমানিক)

আঘাতের ধরন : বুকে গুলি

মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ১০ আগস্ট ২০২৪, আইসিইউ, পপুলার মেডিকেল কলেজ

শহীদদের কবরের বর্তমান অবস্থান : খানবাড়ি কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. ছোট ছেলেকে চাকুরী প্রদানে সহযোগিতা করা

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৮)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



